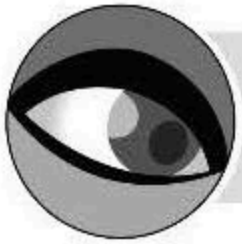

অন্যদৃষ্টি

ক্যাম্পাসে নিপীড়ন কি বন্ধ হবে না?

মাহফুজুর রহমান মানিক

নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের সময়কার মতো শিক্ষাঙ্গনে নতুন করে মারমারি সংস্কৃতি ফিরে এসেছে উদ্বেগজনকভাবে। রোববার দিবাগত রাতে বুয়েটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী রাহিদ খান পাভেলকে যেমন মারধর করা হয়েছে, তেমনি গত সপ্তাহে ঢাকা পলিটেকনিকসহ একাধিক শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ার খবরও আমরা পেয়েছি। চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম দাবি ছিল নিরাপদ ক্যাম্পাস। শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ শিক্ষাঙ্গন নিশ্চিত করার বিষয়ে অভ্যুত্থানের সকল শক্তি ঐকমত্য পোষণ করলেও দুঃখজনকভাবে সেই পুরোনো সংস্কৃতি ফিরে আসছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের আগে প্রায় সব শিক্ষাঙ্গনে দেড় দশক ধরে ছাত্রলীগ অন্য কোনো সংগঠনকে দাঁড়াতে

> শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আসে। অভিভাবকরা

এখানে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার সুযোগ নেই। তাঁকে থানায় সোপর্দ করা যেত। আইন অনুযায়ী তাঁর বিচার হবে। তার আগেই কেন এভাবে গায়ে হাত তোলা?

সমকালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, রাহিদ খান পাভেলকে কয়েক দফা মারধর করা হয়েছে। ট্যাগ দিয়ে এমন নির্দয়ভাবে একজন আরেকজনকে আঘাত করার এখতিয়ার কোনোভাবে কাউকে দেওয়া হয়নি। সুতরাং গণঅভ্যুত্থানের পরেও আমরা কেন পুরোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হবো? তার মানে, ছাত্রলীগের সেই সংস্কৃতি আমরা দেখছি।

শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আসে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পাঠান মানুষ করতে। সেই শিক্ষাঙ্গনে এসে যদি নির্দয়ভাবে হামলার শিকার হতে হয়, তাহলে সেখানে মানুষ গড়ার আঙিনায় মানুষ হওয়ার পরিবেশ থাকে না। শিক্ষাঙ্গনে যেই পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে; এখনও এমন পরিবেশ না পাওয়া

> করতে আসে। অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের পাঠান মানুষ করতে। সেই শিক্ষাঙ্গনে এসে যদি নির্দয়ভাবে হামলার শিকার হতে হয়, তাহলে সেখানে মানুষ গড়ার আঙিনায় মানুষ হওয়ার পরিবেশ থাকে না। শিক্ষাঙ্গনে পরিবেশ নিশ্চিত করার জন্যই জুলাই অভ্যুত্থান হয়েছে।

দেয়নি। আবাসিক হল থেকে অসংখ্য শিক্ষার্থীকে ছাত্রশিবির এবং ছাত্রদল ট্যাগ দিয়ে পিটিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে। এভাবেই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছিলেন বুয়েটে শহীদ আবরার ফাহাদ। ছাত্রলীগ তাদের কর্মকাণ্ডের কারণেই জুলাই আন্দোলনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের তাড়া খেয়ে ক্যাম্পাসছাড়া হয়েছিল। ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগের পতনের পর সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে নিষিদ্ধ হয় ছাত্রলীগ। ছাত্রলীগের মতো সেই মারামারির পথ কেন বর্তমান ছাত্র সংগঠনগুলো বেছে নিচ্ছে?

রাহিদ খান পাভেল যেভাবে রোববার রাতে সংঘবদ্ধ মারধরের শিকার হয়েছেন, সেটি দুঃখজনক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের আবাসিক ছাত্র। তাঁকে ছাত্রলীগ ট্যাগ দিয়ে মারা হয়েছে। ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন, ছাত্রশক্তি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা তাঁর ওপর হামলার বেদনাদায়ক। শিক্ষার্থীরা দল ভুলে মিলেমিশে থাকবে। শিক্ষাঙ্গনে সবার সহাবস্থান নিশ্চিতের প্রত্যাশা খুবই স্বাভাবিক। অথচ এখনও এক দল আরেক দলের ওপর হামলা করছে। ঢাকা পলিটেকনিকের ঘটনা সংবাদমাধ্যমে যেমনটা এসেছে; ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা থেকে পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষে রূপ নেয়। এক দল আরেক দলের ওপর হামলার এই সংস্কৃতি বন্ধ না হলে ক্যাম্পাস নিরাপদ হবে না।

এটা সত্য, অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ মোটাদাগে শান্ত ছিল, তবে তখনও ডাকসুর কারও কারও তৎপরতা বেশ সমালোচিত হয়েছে। এখন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকার কারণে ক্যাম্পাস আবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতি যাতে না হয় সে জন্য সরকার বিশেষ করে ক্ষমতাসীনদের দায়িত্ব রয়েছে। তাদের যেমন অঙ্গীকার করতে হবে– রাষ্ট্রশক্তি ব্যবহার করে আগের মতো শিক্ষাঙ্গন দখলের রাজনীতি তারা করবে না। তেমনি বিরোধীদেরও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিষয়ে আন্তরিক হতে হবে। আর কোনো শিক্ষার্থীকেই ট্যাগ দিয়ে এভাবে মারা যাবে না। শিক্ষাঙ্গন এমন জুলুমের ক্ষেত্র হতে পারে না। জুলাই অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে এখনই আমরা কঠোর না হলে শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ফেরানো কঠিন হবে।

নেতৃত্ব দিয়েছে।
প্রশ্ন হলো, কেউ নিষিদ্ধ সংগঠন
ছাত্রলীগ করলেও কি তাঁকে মারা যাবে?

■ মাহফুজুর রহমান মানিক: জ্যেষ্ঠ
সহসম্পাদক, সমকাল
mahfuz.manik@gmail.com